প্রকাশক :
বিলেশ্বর গড়াই
ফটক গোড়া, চন্দননগর, হুগলী।

প্রথম প্রকাশ : ২৩শে আশ্বিন, ১৩৫৯

প্রচ্ছদলিপি—মরীচিকা

মুদ্রক :
সঞ্জয়কুমার বারিক
১০ নরসিং লেন, কলি-৯

—: উৎসর্গ :—

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,

সূচীপত্র

বিশ্বেশ্বর গড়াই

সোমনাথ গড়াই

মেঘ ঢাকা আলো

ফুটবে-ই একদিন মনের আকাশে
মেঘ ঢাকা প্রবল আলো।
ফুটবে-ই সে তো কুঁড়ি থেকে
আঁধার-কে যত-ই বাসো ভালো॥

একা নয় এ দুনিয়ার পাকে
প্রয়োজনে সমস্ত প্রিয়-সাথী।
বর্ষার দিনে কভু প্রফুল্ল মনে
জ্বালিলে অন্তরে শুভ-বাতি॥

শাক্ দিয়ে মাছ ঢাকা ; সুকান্ত
সে তো বড় দুঃখের জীবন!
ছদ্মবেশে সহে থাকা প্রসূতি
প্রসুপ্তে মানে নাতো মন॥

বাঁধ-ভাঙা জলের ধারা—
হৃদয় ভাঙলে-ই হবে বিপ্লব।
শেষ গান গাইলে কখন-ও
বিভু প্রেম হয়না পূর্ণ সব॥

তুমি য'ত দূরে থাকো—
স্বপ্নতে পাবো দেখা।
মেঘ-ঢাকা-আলো' হ'য়ে
আঁকি ছবি ; করি লেখা॥

প্রেম ফুল

স্মৃতির স্রোতে বয়ে যায়…
শত-সহস্র প্রেমফুল।

আকাশের মেঘে বয়ে—
ধুলা-বালি আর ধোঁয়া।
হাজার তারার সঙ্গমে দেখি,
তুমি লুকোচুরি খেলো—।
অবাক হই ; তবু ভাবি,
তুমি কী ক'রে খেলো এ-খেলা।

যৌবনের স্রোতে বয়ে যায়…
অপরূপা যুবতীর দেহ, আর
মিষ্টি হাসি ॥
ফুল কুড়ানো না হ'লে-ও
ক্ষতি নেই ; দ্বিধা নেই ;
ঝরবে সে তো আকাশ থেকে
হিম জলের ফোঁটা—।

মনের কার্ণিশে দেখি
ফুটে ওঠে রঙ ;
সানাই বাজে বেদনার সুরে—
শত-সহস্র প্রেম ফুল ভেসে যায়
স্মৃতির স্রোতে ॥

প্রণয়

সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মতো—
নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়।
আঁকড়ে ধরে কাঁথা-কম্বল,
স্থান নেই তার কামনায় ॥

অপূর্ব প্রবালদ্বীপ গেঁথেছে
ছোট ছোট প্রবাল মিলে।
চিরকালের মত ছুটি চায়—
সংসারের মোহ, লালসা খুলে ॥

—এ প্রান্তরে জলাশয় নাই—
মেঘ নাই এ-আকাশে।
হৃদয়ে আছে আত্মাদর,
লক্ষ্য হীন বেগে আত্মবিনাশে ॥
উঠবার সিঁড়িটা খুঁজলেই নয়,
হয়ত নামবার নেই উপায়।
মূঢ় তাকে করতে না পারে জয়;
দুর্নিবার গতি,, "এ ভালবাসায়।"

সুরের আকাশ

তোমাকে-ই আমি দেখেছিলাম
জীবনে কোনো ঝড়ের সাথে।
চলার পথে কিংবা স্বপ্নের স্রোতে
কোনো এক নিশংস আঘাতে ॥

দেখেছিলাম সন্ধ্যার তুলসী তলায়
নয়তো শরতের মেঘে-মেঘে।
শীতের কুয়াশায়—বসন্তের আগমনে
গ্রীষ্মের ঝলসানো মৃদু চোখে ॥

তবু তুমি সহে আছো এই হৃদয়
মনে হ'য় সহে রবে চিরতরে।
শব্দে গড়ি যত-ই "সুরের আকাশ,"
প'ড়ে আছি একা নদী পারে ॥

সবাই-কে ছেড়ে আজ ঘন বরষায়
ভেসে থাকা পদ্ম পাতার নীচে।
সু-উচ্চ এক পাহাড়ের সুরঙ্গের ভিতর
দেখি যদি থাকা যায় মাথা গুঁজে ॥

সখী ; তোমাকে-ই আমি, শ্রী-অট্টালিকায়
রাখবো নয়তো সযত্নে তুলে।
মনে-মনে গাঁথি—"তোমার গলের মালা,
কথা ভাসে, আমি যাই ভুলে ॥"

শ্বেত-পাথরের ফুলদানী

আমি তো চিরদিন-ই,
　　　　শ্বেত-পাথরের ফুলদানী।
কখনো তো ভাবিনি ;
　　　　ফুলের হৃদয় কতখানি ॥

ছোঁয়া লাগে ; মোছা হয়,
　　　　ব্যথা যে লাগে প্রাণে।
রূপ-অপরূপ গোলাপ ফোটায় ;
　　　　যে বৃদ্ধ মালী এ-বাগানে।

চেনা-অচেনা ; জানা-অজানা—
　　　　স্নেহ-প্রীতি ও শ্রদ্ধায়।
ঝ'ড়ের সাথে মেলে পাখ্না,—
　　　　বলাকা যে প্রেম জানায় ॥

কত সুখ ; কত দুঃখ ফেলে এসে,
　　　　পৌঁছে ছিল তার কূলে।
নীল জলে ; নোনা জলে ভেসে ;
　　　　শেষে নিল না যে তুলে ॥

শুভলগ্নে দিলো তুলে উপহার ;—
　　　　ব্যর্থ প্রেমিক,—প্রেমিকাকে।
পূর্ণ হোক্ এ জীবন তার ;
　　　　সাক্ষী রাখুক আমাকে ॥

রাতের পাখী

কুহু-কুহু ডাকের সুরে কোকিলা
বক্-বকম্ ডাকের সুরে কপোতী
ন্যাকামিতে ভরা বেশ্যার বেদনা।

পথের-পাথর ছুঁড়ে মাথায় আঘাত
নরম ঘাসের বুকে আনা-গোনা
হেমলক পানে যদি করো কামনা।

মোনালিসা। মোনালিসা সুরে-সুরে—
ডাক দিয়ে যায় ধু-ধু অজানা প্রান্তরে
বেহালা টেনে বেড় ক'রে করো সাধনা।

দুটি আত্মা প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধায়
রূপ দেখাবে তার পাতায়-পাতায়
যেন পরের সোয়ামী টেনো না?

ঘুম ভাঙা নিশীথ-সূর্য ম'নে ক'রে
নিজেকে ভাবলেই সেতো হয় না
রাতের পাখী সেজে ক'রো যদি বায়না।

"নরম স্তনে স্পর্শ ক'রে সেতো সুখ হয় না
ধীরে-ধীরে আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে
চুম্বনে মেতে, হ'য়ে ওঠো। রাতের ময়না।"

ঝুরু-ঝুরু ঝাউয়ের সারির ধারে
হাত ধরে ধীরে-ধীরে চলো দু'জনা
অমাবস্যা থাকবে না; ফুটে উঠবে জ্যোৎস্না

সেতারের ঝংকারে

কী আশায় রয়েছি বসে
কী ভাষায় রচেছি তোমায়

জল তরঙ্গের ঝিলি-মিলি ধ্বনিতে
বেহালা ; —সেতারের ঝংকারে,
কী জ্বালায় ধরেছি তোমারে

করবী'র রূপে—গন্ধরাজের গন্ধে
নাকি হরিণ শিশু'র মহা আনন্দে
তোমায় ডেকেছি বারে-বারে

ইলোরার কারুকার্যে ; তাজমহল ;
কুতুব-মিনারের শ্বেত-পাথরের রেখায়।

তোমার মুখের রেখা—
ঐ আকাশ সাগরে ভাসে
"কাণ্ডারী কই ?" ধররে হাল, পাল তুলে
বয়ে যাবে আজ-আমার হৃদয়ে···

* *

চুপি-চুপি রূপ দেখাও—
খুঁজি কলম ; খুঁজি তরী—
"কই আমার কল্পনা—
ফুটে উঠেছো। এ-প্রেমের কবিতায় ?"

চলো যাই

চলো যাই চলো যাই
যেখানে ঝরণা ঝ'রে
বলো সখী
যাবো কবে হাত ধরে ॥

যেখানে ফুল ফোটে
ধান ক্ষেতে গরু ছোটে
গাঁয়ের সীমানা নাই
চলো যাই।

প্রজাপতি ওঠে মেতে
সবুজ তৃণ ক্ষেতে
ধরো—দু'জনে গান গাই
চলো যাই ॥

উড়ে উড়ে, ঘুরে-ঘুরে
চলো যাই বহুদূরে
কাছে এসে, ভালবেসে
দোলা খাবো উল্লাসে
আরতো সময় নাই
চলো যাই ॥

দেখিনি গো তাকে

আজ-ও, কখন-ও

দেখিনি গো তাকে,

ঘন নির্জন অঁাধারে—

আমার কাছে এসে

হাতছানি দিয়ে, দঁাড়ায়।

'তার-ই নাম ভালবাসা?'

যদি তাই হ'য়ে থাকে,

'—হে দেবতা

তুমি এ'ত নিষ্ঠুর?'

আঁধারে এসে দাঁড়াও?

জ্যোৎস্না-তে কেন নয়।

প্রিয়া,—খেয়াল নেই

আকাশে ঘন মেঘ নেই

এক ফালি তরুণীর মত চাঁদ

আকাশ সাগরে ভাসে।

'হায়!' সেতো-ও আজ নেই

কেবল নীলাভ শূন্যতা···

ভুলে গেছি পথ,

ঝ'রে গেছে সব আশা—

রোমন্থনের ক্ষণে। ফুটে আছে আজ

ঘাসফুল,

তবুও ভেসে যায় না—

স্বপ্নের স্রোতে···

স্বজন হারানো স্বরলিপি

নির্ভীক চিত্তে—
না শুনে কৃষ্ণের বাঁশি
বার বেলায় রক্তিম রঙে
তুমি কেঁদেছিলে ; কেঁদেছিলে—
পায়ে ঘুঙুর প'ড়ে। কোমরের
কিঙ্কিনী তোমার মত-ই অঝোরে
কেঁদেছিল মাঝ-রাতে।

কবিতার জলসায়
জলসার বিহগস্বরে—
বহুরূপী বেশে বসন্ত নাচে গো…

প্রিয়া—।

গান গায় ; সানাইয়ের সুর তুলে ;
হৃদয়ে বাজে ; একতাল, ত্রিতাল,
আরো কত কী যে পরিচিত হয়
অমায়িক জীবনে।
ভৈরবী,—ঠুংরী,—জলে তরঙ্গের
রিমি-ঝিমি বোল!
তালে—তালে নাচে সুর তুলে
স্বজনে হারানো স্বরলিপি ॥

একাকী

হারায়ে গিয়েছি সাথী
আজ এই শুভদিনে।
মিলায়ে গিয়েছে প্রেম
সুখের সাথী এখানে॥

"একাকী আসিয়াছি পথে
একাই যাইব ফিরে।"
সাহসে সাহস যোগাও
তুমি আমার তরে॥

"ফুটিয়াছে রক্ত গোলাপ
লিখিয়াছে এ ইতিহাস।
ভাঙিয়াছে হৃদয় আমার
করো যদি এ-বিশ্বাস॥"

ফাল্গুনী বসন্তের হৃদয়
ভরিয়াছে কুহু স্বরে।
অজন্তার খোদাই চিত্র
দেব শুধু তোমারে॥
ভুলিতে পারিনে প্রিয়া—
একান্ত ভালবাসীতে।
ব্যথা পাই শয়নে স্বপনে,
খেয়া চলে নদী স্রোতে॥
"প্রিয় কুসুম, ফোটবার দিন
সে কথা রইবে কী ম'নে?"
পোহাই বো কী ভাবে রাত
ভাঙা-গড়া এ-জীবনে।

চাঁদ নেই আকাশে

রাত্রি ফুরিয়ে গেল
তবু পায়নি ;
তার কোনো সাড়া ।
জীবন ফুরিয়ে গেল
বৃদ্ধ এখন ;
হয়েছি একাই হারা ॥

শুকিয়েছে রক্ত গোলাপ
হারিয়েছে গন্ধ ;
তার-ই সাথে যৌবন ।
মোহনার দিকে নদী
শেষ হয়েছে ;
ঢেউ নেই একদম ।

আলোকে হারিয়ে
রয়েছে আঁধার ;
"চাঁদ নেই আকাশে ।"
'জোনাকীর মৃদু আলো
পারবে কী ?' তবু কেন
ডানা মেলে ভাসে ?
ধরা পড়েছে সখী
প্রেম জালে ;
এই তো কল্পনায় ।
গড়েছি তার মূর্তি
পাষাণের চিতা
ভালবাসার-ই লাঞ্ছনায় ॥

সুরের সাথী

চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে
রয়েছি তোমার পানে।
বেদনার বালুচরে হৃদয় এলিয়ে
গিয়েছি মিশে এ গানে॥

সূর্য ওঠা কোনো শুভ প্রভাতে
স্মরি তোমায় সুরের সাথী॥
লাল রক্ত আজও লাল-ই আছে
জীবনটা শুধু আঁধার রাতি॥

প্রেম নয় সাথী, 'ভালোবাসায়
পরাবো গলে শ্রদ্ধার মালা।'
ঝর্ণার সাথে ঝরে পরবো
যদি না করি আমি অবহেলা॥

আজ নয় প্রিয়,—যুগে যুগে
তোমার আমি ডালির ফুল।
বেল যুঁই নয়;—উৎপল আমি
ভরেছি যেথায় দীঘির কূল॥
আকাশটা কেন আজ ঢেকে গেল
ঘন কালো মেঘে-মেঘে।
বলাকা ভুলে যাক নিজের বাসা—
ঠিকানাটা দিয়ে যাক রেখে।
স্বপ্ন যদি সত্যি হয়
তবে কেন আছো বহুদূরে।
সহস্র দীপ জ্বেলেছি আজ
বেদনার বুক চেপে ধরে।

এ যুগের শ্রীকৃষ্ণ

রূপ যৌবন কোনো ললনা কী হয়েছে শিষ্য
মহুয়া গাছের আড়ালে ;
উঁকি মেরে কেন তাকালে ;
পেয়েছ খুঁজে নতুন কোনো বিশ্ব ?
হাঁসের মত জলে ভেসে ;
বলাকার মত উড়ে আকাশে ;
দেখেছ কী সখা পুরাতন কালের দৃশ্য ?

সুখকে মুছে নিয়েছো কী ব্যথা বেদনা ?
জ্যোৎস্না কোনো রাতে,—
বাঁশী বাজাতে বাজাতে,—
শুনেছ কী মন দিয়ে কিঙ্কিনীর কান্না ?
একাকী ভোরের বেলায়,—
দাঁড়িয়ে শিউলী তলায়,—
রচেছ কী তুমি হৃদয়ে প্রেমের কল্পনা ?

কলিকালের নায়ক হ'য়ে
প্রেমের ব্যথা সহে সহে ;
কোথায় খুঁজে পাবে রাধা চারিদিক আজ শূণ্য ।
ফুল সাজানো পার্কে বসে ;
মুচকি হাসি হেসে হেসে ।
সাজলে তুমি এ যুগেরই মথুরার শ্রীকৃষ্ণ ।'

অন্তরে অন্তরে

যদি না পাও তাকে, তবে ভুলে
তুমি আমার কাছে এগিয়ে এসো।'
হারাতে চলেছি আমি প্রেমের কূলে,
কাছে এসে আমায় ভালোবেসো।

যদি হও আমার সোহাগের প্রেমিকা,
তবে কেন সাথী অমন করো—।
ভালোবাসা কী কারো থাকে লিখা?
তবে তাকে কেন চেপে ধরো—।

হিংস্র নয়; শুধু কেবল ভালোবাসা দিয়ে
সাজিয়ে তোলো এই প্রেমের ডালি।
'রজনীগন্ধা' তোড়া কিছু বুকে নিয়ে;
ভরিয়ে তোলো শুভ প্রেমের অংশুমালী

—হে প্রেমিকা, লাজ নয় অন্তরে অন্তরে;
কথা হবে প্রতি জ্যোৎস্না আলোতে।
আমি স্মরি তোমায় বারে বারে,
আমারই গোপন প্রেমের ভাষাতে।

সুখের তরী

বধু ; ভোলে না তো মন,
বারে বারে জাগে।
কোথায় আছে এ-জীবন ;
ঘন-ঘোর অনুরাগে।

সখী ; তুমি নাও আমার,
প্রাণের এই কথাটি।
ফোটে না তো ফুল সবার,
রাঙা না করে এ মাটি।

প্রিয়া ; তুমি জানো আমায় ;
তোমার প্রাণের সাথী।
দিন দেখি না ফুরায় ;
হয়ে ওঠে নিশীথ রাতি।

প্রাণ ; এ নয় সে গান,
নেই সুর নেই ভাষা।
আশা নেই রাগ নেই ,
আছে শুধু ভালবাসা।
প্রেম ; আজ কোথায় গিয়েছি
পথ ভুলে—পথ ভুলে।
সুখের তরী হারিয়েছি ;
নিজ কূলে—নিজ কূলে।

সেতার

হার মেনেছি মনিবের কাছে
জলসা যেদিন ছিল রাতে।
সুর ছিল না মনের ভিতর
উঠলাম বেজে শ্রোতার স্রোতে।

ভাঙা ঘরের এক কোণে
রয়েছি আমি একাই আজ।
শিল্পীর টানে তুলি চলে
আমার কিন্তু নেই সাজ।

মনিব আমায় বাজায় রোজই
তার সুরেতে সুর মেলাই।
মাতৃহারা সন্তানদের
পথের মাঝে মন ভোলাই।

স্বামী হারা সতী যখন
শোনে আমার এ জলসা।
মনের খাঁচায় তোলে সতী
হারানো স্বামীর ভালবাসা।
ছোট্ট ছোট্ট শিশু বন্ধু
মাটির পরে বসে শোনে।
তার-ই ভিতর নবীন বাদক
ঝংকারের জাল বোনে।
কান্নার সুরে সুর মেলাই
নয়ত ভোলার সেই গান।
মনিবের আমি চিরসাথী
মনিবই আমার মরণ প্রাণ।

শুভ-মিলনে

শুভ মিলনে, শ্রীকুঞ্জনে,
পরশ হিমের সন্ধ্যা।
রাঙা চেলি, শেষ গোধূলি,
এক তোড়া রজনীগন্ধা।

অঞ্জলি ভরা ভোরে, চোখের গভীরে,
ফুটে ওঠে এই আলো।
শুভদৃষ্টি হৃদয়ের বৃষ্টি ?
ঘণ্টা বেজে জাগালো।

যুগে যুগে ব্যথা লেগে
চিরতরের এই বন্ধন।
বেদনার সুর, বাজে ঘুঙুর,
কলকা কপালে চন্দন।

স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধানুভূতি
দুটি আত্মা পরস্পরে।
লাল সিন্দুর ললাটে বধুর,
ঘুম ভাঙা প্রেম বাসরে।

অজানা স্পন্দনে

অজানা স্পন্দনে,—
সবকিছু একাকার করে
রোশনাইয়ের মত জ্বলে ওঠে
টুকরো টুকরো ভালবাসা।

নিদারুণ নির্লজ্জতা
আদিম মানুষের
অকৃত্রিম এক ঘেয়েমি
শব্দের বিচিত্রা দেয় অন্তরে...
শত সহস্র হাতছানি।

বর্ষালী আনন্দে পেখম মেলে-
পবিত্র পরশেরা বাসা বাঁধে
গোপন সুরঙ্গের ভিতর!

অচেনা ডাকে;
প্রিয়া তুমি কেন চঞ্চল হয়ে
ছুটে যাও?
অস্থিরতা ভুলে,—
চারমিনারের চূড়া সৃষ্টি করো-
শুভ নিশুতি রাতে।

মেঘের আড়ালে

শুরু করো সখী তোমার গান
যে গান তুমি আজ গাও।
তালে তালে হোক কিঙ্কিনীর বোল
পায়ের তালে ঘুঙুর বাজাও।

এখানেতে কোনো জলসা নয়
তুমি আমি দু'জনে।
সুরে সুরে মেলাবো কণ্ঠ
যত কঠিন বন্ধনে।

যুঁই ও গোলাপকে নেব তুলে,
তারই মাঝে তুমি আমি।
হৃদয়কে ঢেকে দিলে ও
তুমি যে অতি দামী।

মেঘের আড়ালে চাঁদ হাসে
দেখো চেয়ে ঐ আকাশে।
প্রেম খেলায় মেতেছে কপোত কপোতী
অজানা কোনো এক দেশে।

স্পর্শ করিনি তোমার আকাশ

নিজেই জানিনা—কবিতা
তোমার অঙ্গে
কখন স্পর্শ করেছি।
তাই এই নিঃসঙ্গ দিনের গভীরে
সব খেলা শেষ করে—
বসে আছো তুমি অবিচল হয়ে?

তোমার ঐ সুঠাম
দুটি বাহুর সতেজ ব্যঞ্জনা
স্পর্শ করেছি আত্মার আত্মাকে।
মনে মনে লিখেছি অনেক কথা
গোপনে তোলা আছে সযত্নে

দিন রাত্রির পাতায় পাতায়
আমার অনুভূতি
আমারই হৃদয়ে নিঃসঙ্গ ছিল
আরো অনেক প্রশ্নের জবাব চেয়েছি
চোখে চোখে
স্পর্শ করিনি শুধু তোমার আকাশ।

দ্বিধা নেই

প্রেম থেকে প্রীতি দ্বিধা নেই
স্নেহ হতে ভালোবাসা
বেশ্যার ন্যাকামিকে শীর্ষে রেখে
তোমাকে দিয়েছি মাতৃগর্ভে জন্ম।

কচি ঘাসের স্পর্শ, কঞ্চির আঘাত।
যুবতীর ইচ্ছার সম্রাজ্ঞী হয়ে
যুবকের হাতের মুঠোর ক্ষমতা
তোমাকে দিয়েছি।
যতি ও ছেদ চিহ্ন
রয়েছে তোমার খোঁপায় কাঁটা হয়ে
তাই দিয়ে খুঁটে বের করে নাও।
তোমার ভাষা,—
তোমার ছন্দ দখিন হাওয়ার
শোঁ···শোঁ···শব্দ, আর,
আমার কবিত্ব
নিয়ে যদি সুখী হও, তাই নাও
তাতে কোনো দ্বিধা নেই।
শুধু টগর করে ফুটিয়ে রেখো—
এই ক্যালানে দুনিয়ায়।

যৌবনের স্রোতে

আমার মনের সমুদ্রে সর্বদা—
এক তরুণীর মুখ জ্বল জ্বল করে
মন যেন তার সঙ্গেই বাঁধে বাসা—
তারই সফেন সমুদ্রের তীরে।

কারও দুঃখ সইতে পারে না,
এ আমার তরুন মন !
নিজের দুঃখেও পাড়ি দিতে চায় না
সঞ্চয় করে এক অদ্ভুত জীবন।

তাকে আমি দূরে সরিয়ে রাখতে চাই
তবু যায় না'ক কেন স'রে !
অপরকে আমি আপন করে নিতে যাই,
দেখি সে রয়েছে আমার অন্তরে।

প্রেম প্রীতিকে মুছে দিয়ে মন
স্নেহের এক নব মন্দির সাজায়।
'যৌবনের' স্রোতে তরী ছেড়ে দিয়ে দেখি
কতদূর সে ভেসে চলে যায়।

স্বরলিপি ছাড়া

হবে যত রাগ হবে অনুরাগ
ঝরছে দেখ স্মৃতি ভার।
রাগ-বিরাগে ঘুম হতে জাগে
জয় হবে নিশ্চয়ই তার ॥

স্বরলিপি ছাড়া ছন্দহারা ভাষা
যে গানের সুরের জন্য।
পাখির কূজনে ভাব মনে মনে
মরুস্থান কে বল কেন অরণ্য ॥

গোলাপের রূপে যদি তার শোকে
দিয়ে যায় কেহ তার প্রাণ।
বোকা ছাড়া সে ভাবে না যে
বিনা সুরে হয় কী গান ॥

শিশিরের কণা বলে'ত যাবে না
চিরদিন রবো কার তরে।
অরুণের আলো হয় যদি কালো
মনে হবে দিন গেল আঁধারে ॥

নববর্ষের গান

বাজছে শাঁখ এল বৈশাখ
কালবৈশাখীর সমীরে।
বইছে তরী প্রাণেরশ্বরী
হৃদয়ের আঁধার গভীরে॥

কুলু কুলু ভাষে নদী বয়ে আসে
চলেছে মাঝি তরণীর' পরে।
হাল টেনে ধরে কভু নাহি ধরে
বয়ে যায় জল উপরে॥

জুঁইয়ের সুবাসে মুক্ত বাতাসে
নীল দরিয়ায় মেঘের যুদ্ধ
নব-নববর্ষে প্রাণে প্রাণ হর্ষে
ধুয়ে দিয়ে হল সব শুদ্ধ॥

শীতল বসুন্ধরা প্রাণে পেল সাড়া
উত্তাল হল তারই সুপ্ত প্রাণ।
চারিদিক মুখরিত সুবাসে সুবাসিত
ভেসে আসে "নববর্ষের গান"

তাই তো তোমায় চেয়েছি

স্বষ্টির প্রাকালে ঘটিয়াছে ;
    কিছু কি অজ্ঞাত ?
ভ্রমরা কি রটায়াছে মিথ্যা—
অপবাদ তোমার নামে ?

সু-মধুর কুসুম রাজি, আজ
আনন্দ হিল্লোলে ভাসে—

তুমি কদম ! চম্পা,— চামেলী,
করবী—টগর, গাঁদা—
শেফালীর মত তুমি রঙীন-এ
                                        ভরপুর !

আমি তোমাকে তাই ভালবেসেছি।

আমার এ ভালবাসা তোমার অন্তরে
কাঁটা দেয় ; শিহরে শিহরে
ঘুরে বেড়ায়।
তাই তো কবিতা তোমায় চেয়েছি
জ্যোৎস্না বিধৌত সমভূমিতে ;
    ঝরা পাতার অঙ্গে।

রূপে রসে গন্ধে তোমার প্রণয়
চাই আমি পূর্ণ অধিকারে ॥

আমার জীবন

॥ ১ ॥

ভোরের আলো, মন জুড়ালো
সুপ্ত প্রাণ উঠল জেগে।
মায়ের কোলে, নিজের বোলে
চলল কথা দ্রুত বেগে ॥

॥ ২ ॥

ফুটলো ফুল ; ভড়লো কূল
বইলো হাওয়া বৈশাখে।
দোলায় দোলে; মননা ভোলে
অন্যপুষ্টের কুহু ডাকে ॥

॥ ৩ ॥

হৃদয় ভরে, মধুর সুরে
রাঙা চেলীতে প্রাণ।
তুমি যে আপন, আমার জীবন,
করো আবৃত্তি, গাও গান ॥

পাইনা খুঁজে

পাইনা খুঁজে আর
ফেলে আসা দিন গুলো
যার তরে একদিন
জন্ম নিয়েছি ;
এ মাটির বুকে···

জন্মেছে হৃদয়ে প্রেম,
শিহরে শিহরে বুদ্ধি !
হারিয়েছি তাকে জ্ঞান থেকে,
আজ, সেতো আমার কাছেই
অলৌকিক স্বপ্ন মাত্র !

হরিণ শিশুর চলা ফেরা
ঝর্ণার ঝরে যাওয়া···
পাখীদের কলরব !
শাখায় শাখায় বিচিত্র ফুলের
সমারোহ,
রূপের বাহারে সুনীল আকাশ ;
আমার ফুসফুস ও রক্ত
একই আছে ॥

বদলে গিয়েছে শুধু দিন গুলো'·

তোমার প্রেমের অর্ঘ

আমায় ঝর্ণা করে তোলে
তোমায় প্রাণের আহবান
ঝরে গেছে কবে ফুলের মত
তোমার শরীরের প্রাণ।

বুকের ওপারে বেলোয়ারী
প্রেমের ভিতরে প্রেম
ভাবের ভিতরেই ভালবাসা
ঝরে গেছে কবে কিশলয় হয়ে।
নীড়হারা বলাকা গুলো, আজ
উড়ে যায়; উড়ে যায়···
ফসল ফলালো মনের মাটি
বুকে বাজে তাই করুণ বেদনা।

আঁকবো আঁকবো করে
আঁকলোনা ছবি
ফুটবো ফুটবো করে
ফুটলো না ফুল
ফুলেরই বাগিচায়,
আকাশের এক কোণে
আধফালি চাঁদ ভাসে
চৈতালি হাওয়ায়।

প্রিয়তমা ; কোথায়···
তোমার প্রেমের অর্ঘ্যে ?
হাহাকার বুকে নিয়ে, আজ
রয়েছি মাঝ দরিয়ায়।

পরম সুন্দর

ফুল যেথা শোভা পায়
তার চেয়ে তুমি আর-ও।
রঙ লাগা কাগজ ফুল
দেখায় এমন আছে কার ও?

নীল জলে-হাঁস চলে
গাভী চরে ধান ক্ষেতে।
শিউলী ফুলের মধুর বাসে
মৌমাছি ওঠে মেতে॥

দিনের শেষে বলাকা ফেরে
নিজের ভাঙা বাসায়।
শিশির ভেজা কলার পাতা
ফুল ঝরা ভালবাসায়॥

পরম সুন্দর স্বপ্ন আমার
দেখি তাকে মাঝে-মাঝে
এমনের ইচ্ছে হলে-ও
বেদনার সুর বুকে বাজে॥

বিদায় সংকেত

ভালবাসার স্মৃতিকে পাথেয় করে
আসবে,—
আবার আসবে প্রিয়া
তরে প্রিয়র কাছে।

হয়তো! তার জীবন সায়াহ্নে
পৌষালী শীতের বিকেলে—
সে দিন সূর্যের শেষ বিদায়-সংকেত।

শীতের পড়ন্ত বেলায়; রন্ধ্রে-রন্ধ্রে—
হয়তো বা অনুরণন তুলে;
কোনো এক মধুর বোলে।

সব কিছু নূতন করতে বাতাস
এ কোন থেকে ও-কোন পর্যন্ত
হাহাকার প্রেমিকের মত
শ্লোগান গেয়ে চলেছে···
হায়!
আবার আসবে প্রিয়া—
ভালবাসার স্মৃতিকে পাথেয় করে॥

দেখা পাবে

আমি আছি !
দেখা পাবে, কবিতা
তোমার পূর্ণ বাসরে।

ফুল দানির ফুলে
কচি পাতার কিনারায়
গানের আসরে,
সেতারের ঝংকারে॥

দেখা পাবে, আবার—
সুখেতে দেখো ; দুখে নয়
তোমারই অন্তরে।

মাঝ-দরিয়ায়
তরণীর বুকের উপর
নৈঋত কোণের পরে,
মেঘেদের ত'রে॥

রাঙা-চেলীতে
ললাটে টিপ হয়ে
সিঁথির-সিঁন্দুরে।

মমতার বন্দী খাঁচায়—
তোতা পাখীর বুলিতে,
দোলের রক্ত আবিরে,
রইবো আমি চিরতরে॥

আহ্বান

তোমার আহ্বান শুনে ও সেদিন
অন্যের প্রতি আহ্বান ভেবে
দিইনি তোমাকে সাড়া।
আজ সেই আহ্বান শুধু
ব্যথা আর যন্ত্রণা হয়ে
আমার হৃদয়ে রয়েছে ভরা ॥

কখনো অচেতনে
কখনো বা অকারণে
দিয়ে যাই কত সাড়া।
পাইনা শুনতে আর
সেই মধুর কণ্ঠস্বর,
তবু প্রতিজ্ঞা করি
পুনর্বার করেছো যদি আহ্বান
চিরতরে তোমার বন্ধনে
দেবো আমারে ধরা ॥

প্রতিটি সময় শুনি
তোমার প্রেমের ধ্বনি
পাগলের মত হাসি,
কাঁদি তবু ভালবাসি
তারে শ্রদ্ধা করি
অন্তরে পূজা করি,
স্মৃতি জড়ানো সেই দিনগুলো
মনের আকাশে ফোটা
যেন নীরব তারা ॥

প্রেমের আওয়াজ

আপন ভেবে—
শুধাই কারে আজ···
মনটাকে কত-ই বলি
শুনবেনা সে প্রেমের—আওয়াজ।

চাঁদের মত প্রিয়া
সুখের সংসারে
ঘরের লক্ষ্মী কেন
গিয়েছে পরের ঘরে
মনে পড়ে গেল আজ ॥

মনের টানে
বাহির পানে
চেয়ে দেখি তবু
নদীর শূণ্য ও-পার
বালির রাশিতে
ভরাট সেথায়
নেই কোনো সবুজ-ঘাস ॥

স্বপ্নাবেশের সুরধ্বনি

আলো আর আলো
কে এ'ত ছড়ালো
মনে আবিরে রাঙালো
কেন সে এ-দীপ জ্বালালো ?

কি নেশায় কি ভাষায় ;
কি আশায়—কি নিরাশায় ;
কী ভাবে জানাবো তোমাদের,
আমার জীবনের সে কাহিনী ।

প্রেম নয় বিরহ নয়
আনন্দ নয় দুঃখ নয়
কোনো এক স্বপ্নাবেশের সুরধ্বনি ।

আমার অন্তরে—
এসেছিল সে ঘুমের ঘোরে,
খাঁচা ভেঙে যেমন,
 উড়ে যায় পাখি
তেমনি সে ছেড়ে পালালো ॥

প্রেমহীন গতি

জীবন আমার গতি-হীন
সীমাহীন এই বিশ্বে
প্রেমহীন আমার গমন ॥

সাথী ছাড়া পৃথিবীতে
পারেনা কেউ বাঁচতে
একটু স্নেহ, আর
একটু ভালবাসা—
প্রতিটি জীবন চায় পেতে।

তাই তো ভালবাসা
সবকিছুর সমাধান
মেতে ওঠে উল্লাসে
জীবন ক্লান্তির অবসান।

ভালবাসার মালা

তোমার ভালবাসার মালা
ভুলেও যেন রেখে দিওনা···
সে মালা আবার খুলে
পরিও প্রিয়-জনের গ'লে
শুরু হতে " শেষ ফুল গেঁথে···"

সে দিনের জ্যোৎস্না রাতে
ছুটি প্রাণের অনুরাগে
কত শত প্রেমের আবেগ
লিখেছিলাম কবিতাতে
দিয়ে ছিলে তো ওদিন
কবি উপাধি,
কেউ দিলনাকো আজ আমাকে
তোমার স্মৃতির কবি হ'তে

কখন কোন আবেগে
সুর হয়ে মিশেছিলে
আমার গানে
আশার জোয়ার হয়ে সুদিনে
আমার মনের শূণ্য চরে
ভালবাসার স্রোত দিয়েছিলে এনে।
এক জীবনের প্রদীপ জ্বেলে
আজ সেতো নিভিয়ে গে'লে
আর এক নূতন জীবনের শুভ-দীপ জ্বালাতে।

প্রথম প্রেমের দিন

সব কিছু ভুলে যেও,
শুধু মনে রেখো
জীবনে প্রথম প্রেমের দিনটিকে ;
যেন না ভুলো—
যদিও জীবন তাকে
কোনোদিন-ও ফিরে পাবেনা !

স্বপ্নের কাছা কাছি
মন বলে আমি আছি
জীবনের হারা-সাথী
আজ ও কেন সে এ'ল না ?

চাঁদ আছে তারা আছে
হৃদয়ে প্রেম, সুপ্ত আছে,
রামধনুর রঙ আছে,
নেই কেন শুধু মনের সাধনা !

আশা বিনা কল্পনা
বাস্তবে শুধু বেদনা
প্রদীপ
তেলের জন্যে ;
এ দীপ কী কোনদিন ও নিভবে না ?

প্রাপ্তি-স্বীকার

বছরের প্রথম দিনে
প্রিয়তমার এই উপহার
এ যে আমার জীবনের
অনেক অনেক ভালবাসার ।।

কখন ও ভাবিনি আমার মত
ভালবাসা পাবে কেউ এ'ত
কার-ও কাছে আমি চিরকাল-ই ঘৃণ্য
কার-ও কামনায় আমি চির ধন্য
সব কিছু ভুলে যাবো শুধু তার জন্যে
জীবনের অনুরাগ এই মনে,
ফিরে তো আসবেনা আর ।

আজকের এদিন কালকে পুরানো হবে
শুধু ভালবাসা চিরদিন-ই নূতন রবে
জীবনের কোনো কিছুই চাহিনা পুনর্বার
অনুরোধ ঃ "ভালবাসা-ই দিও তুমি বার বার

পাহাড়ের দেশে

পাহাড়ের দেশে
পাহাড়িয়াদের বেশে।
আমার মনটা হেসে
বেড়ায় কেবল ভেসে ভেসে॥

সোনা রোদ্দুরে
পাহাড়ে পাহাড়ে ;
রঙীন ফুলের বাহারে
ছুটে চলে মন রে
বাধাহীন খুশির সাহসে।

···ও পাহাড়···ও পাহাড়··
দেখা হবে কবে আবার···
বুঝি জীবনের নিশি রাতে
··· ও পাহাড় তোমার সাথে ?

নেই আজ পাশে

অসংখ্য তারা ফোটে
এই আমাদের আকাশে।
বুলবুলি গান গায়
বাতাস বয়ে যায়
সবুজ ঘাসের মাথা দিয়ে,
আমার যে আপন জন
নেই আজ পাশে ॥

বেদনার নদী চলে
কল্পনার স্বপ্নাবেসে
সে খানেতে যে যায়
কেউনা ফিরে আসে।

পূজারী বসে থাকে
জীবন-মন্দিরে
ভালবাসার সাধনা ছেড়ে
পড়ে আছে একটি কুসুম
পূজা পাত্রে অবশেষে ॥

তোমার পরশে

মেঘের আড়ালে
চন্দ্র লুকায়।
তোমার আড়ালে যদি
আমি লুকাই কখনো
. এমনি ভুলে।

মনে বেঁধে
প্রাণে বেঁধে
হৃদয়েতে গেঁথে গেঁথে
আমায় ভুলেও যেন, ফেলনা
কখন-ও গো খুলে।
ধোঁয়া মেঘ শত বারে
ঢাকবার চেষ্টা ক'রে
বারে বারে মেঘের-ই পরশে
চন্দ্রের তনু যে যায় ভরে
আমাকেও রেখো তোমার পরশে
সুচতুর প্রাণ কৌশলে।।

বয়ে যায়

১

একটি দিনের মাঝে
জীবনের কত কী যে
বয়ে যায়, বয়ে যায়···।
এমনি সে
"বুঝেও অবুঝ মন,
কেন না বোঝে ?"

২

দুলেছি আমি
···ঐ ফুলের দোলনায়
দুলেছ তুমি
এ ভুলের দোলনায়
মনের আকাশে
আজ, মেঘ এসে,
ঝরিয়েছে হৃদয়ে তোমার
সে বেদনার বিন্দু সেজে ॥

৩

স্মৃতি হয়ে রয়
জীবনের কিছু কিছু
আশা ও নিরাশা
সবার অন্তরে ঘুমায়,
"দুঃখ ও সুখ
তাই সে নিজেকে জাগায় !"
"মনে হয় যেন
হারানো কপোত খোঁজে—
কপোতিকে···"

তোমার-ই অনুরোধে

আমি করেছি পণ
কোনোদিন ও আর লিখবোনা
তবু-ও তুমি বল ঃ লেখনা ; লেখনা কবিতা—
আমি তো আছি পাশে,
তোমার-ই তো আপন জন ॥

দিয়েছ উৎসাহ দিয়েছে প্রেরণা ;
তুমি যে তা নিজেই জান না
আমি লিখেছি তোমার-ই অনুরোধে
কত যে কবিতা ; প্রেমের গান
কেটেছে কতদিন তাই পেয়ে
শান্তিতে জীবনের কিছুক্ষণ ॥

বাদল-মেঘ হয়ে তুমি
এনেছো মরুভূমিতে প্রাণের সাড়া
কলমে লেখা প্রতিটি শব্দকে
দেখে মনে হয় তোমার-ই ভালবাসায় ;
তোমারই কামনায় গড়া ;
পাথরের প্রতিমা
পারব না ভুলতে কিছুতে-ই তোমার—
এই দান সেই মন ॥

নীরব প্রতিবাদ

—ও প্রিয়তমা সেই সন্ধ্যা বেলা—
চাঁদের আলোয় লুকোচুরি খেলা।…

ম'নে পড়ে, কিছু মনে পড়ে না বুঝি।
স্মৃতির খেয়ালে শুধু মনে হয় .
পবিত্র সাধনার প্রতি মানুষের অবহেলা।

আনন্দের জোয়ার এসেছিল সে দিন, সেতারে
মিলনের সুর বেজেছিল আমার অন্তরে
'নীরব প্রতিবাদ! এনেছে অমাবস্যা—
আলো-হীন জীবনে আমায় ক'রেছে শুধু একলা॥'

মনের বাঁশি

দূর হোক, দ্বিধা নেই
মন জানে পাবেনা কাছে তারে,
প্রশ্ন যাবে ;
আবার জবাব আসবে ফিরে।

ভাষা ভরা—আশা ছাড়া
মনের যত সবকিছু-ই
জীবনের রঙ্গ মঞ্চে ঘটে,
আজ তারে রূপ দেব—
সচেতনে। আমার হৃদয় ভরে ॥

আকাশে সূর্য ওঠে
ভোরের আলোকে দূর করে ;
জীবনের কিনারায়
অবহেলিত চেয়ে রয়
আলো যত তেজি হয়
তত-ই ভাবি বেলা বাড়ে।

"স্বপ্ন যদি বাস্তব চায়
সেতো নিরাশা ছাড়া
আর কিছুই নয়।
তবু কেন মনের বাঁশি
বেজে ওঠে আজ সজোরে ॥

কাগজের ফুল

···ও আমার···
কাগজের ফুলগুলি
অসময়ের তোরা সাথী হ'লি
ফুলদানি ছেড়ে কেন আজ
তোরা আমার স্বপ্নে এলি ॥

রাখালের ঐ বাঁশির সুরে
প্রকৃতি আজ ধীরে-ধীরে
করুণায় ওঠে ভ'রে
নিশার সানাই যখন বাজে অন্তরে ॥
মনে হয় একাই ফিরে
মানব-হীন নদী তীরে
নিজেকে-নিজে জানতে পেরে ;
আমি যে কখন হারিয়ে ফেলি !

আকাশের চাঁদ

একফালি চাঁদ আকাশে ;
তাকে দেখে মনে হয় হৃদয়ের,
সে যেন আমাকে ভালবাসে ॥

ভালবাসা এক পবিত্র—স্মৃতি
যা পুরানো জীবন থেকে—
নূতন জীবনেতে ফিরে আসে।

বিশাল আকাশটারে,
দেখি প্রাণ ভরে—
মনটাকে শূণ্য করে।
অন্তরের যা কিছু ;
বেদনার নদী হয়ে
বয়ে যায় জীবন সাগরে ॥

মন আমার আজ সর্বদাই
বাস্তব হারিয়ে স্বপ্ন ভাসে ॥

সঙ্গীত

গান আমার প্রাণ
যাকে নিয়ে এ জীবন গড়া
আমার এত সম্মান ॥

যার সুরে—সান্ত্বনা ভরে
অশান্ত নীড়ে, পাখীদের গান
হৃদয়ে মেটায় স্নেহের তৃষ্ণা
চুম্বন করে প্রকৃতির দান ॥

কত পাহাড়; কত বনভূমি ঘুরেছি;
কত তীর্থে আমি যাত্রা করেছি;
সবাইকে রেখেছি নিজের তরে
সবার পরিচয় শেষে স্বদেশে ফিরে,
ভালবাসা তাদের জানাতে এসে;
শুনেছি তাদের ক্রন্দন। আপনজন—
কোথাও রয়েছে সুখে—
বিদায় দিয়েছি তাদের, অতি দুখে—
সেই সুর আজ ভরিয়েছে মোর
একান্ত কোকিলার প্রাণ।
"ভালবাসার সঙ্গীত-ই আজ
হয়েছে আমার প্রাণ॥"

কবিত্ব নয়

এ তোমার পরিচয় নয়
কবিতা লেখায় তোমার—
পৃথিবী খুঁজে পাবে—
ওদিন তোমায়—
কবিতার প্রতিটি ভাষায় ভাষায়।

কবির রচনা কবিত্ব নয়—
সেতো তার মনের যন্ত্রণা—
জীবন শেষ করে ;
জীবন গোধূলি বেলায় ;
ভালবাসা তার শূন্য হয়ে ওঠে—
সীমানায়। সবকিছু দুঃখতে পায়॥

'স্বপ্ন ছাড়া কী আছে ?'
বেদনার সানাই যখন
নিশিরাতে বাজে !
ভুলে থাকা গোপন কথা—
অন্তরের মাঝে—
ব্যক্ত করে তোলে
কাগজের প্রতি পাতায় পাতায়॥

ছিন্ন বন্ধন

দু'দিনের কী আশায়
তোমাদের ভালবাসায়
অন্তরে বাঁধলে যে আমায়।

দুটি শ্রদ্ধার হৃদয় সেদিন
করে ছিল সব বাঁধাকে জয়
খেয়ালী দুনিয়ায় রয়ে অজানায়
ছিলনা যে কার-ও এ পরিচয়॥

তোমাদের-ই প্রীতির বাঁধন;
গড়ে ছিল ছিন্ন-আসার জীবন!
সে এক শুভ-কামনায়
তোমাদের দিতে হল আমাকে বিদায়॥

হৃদয়ের ধ্রুবতারা

মনের কিনারা লুকিয়ে রেখোনা
তোমার বেদনা সহসা সাহসে
বলেই ফেলনা
"ও আমার—
হৃদয়ের ধ্রুবতারা।

দূরে আছি তাই বলে,
আকুল হয়োনা
হোক্না সে সুদূর
আমাদের ভালবাসা—
চিরদিনই রয়ে যাবে
অন্তরায় অন্তরা॥

মানুষ হয়ে
জন্মে নিয়েছো
পেয়েছো সব অধিকার,
যেমন করে পারো—
তারে তুমি
ছিনিয়ে নাও—
মুছে দাও ?
সেই ভুলের আঁধার।

তবেই তুমি
খুঁজে পাবে,
তোমার জীবনের এক
নূতন সংসার॥

ভালবাসা ভোলার নয়

ভোলা কী যাবে ?
এত সহজে
তোমার,—ভালবাসা।

ইংলণ্ড ; আমেরিকা ;
চীন ; রাশিয়ায়
যাও তুমি যেখানেই
ভালবাসা হারালেই
সব জায়গায়—
মনে হয় যেন একা-একা।

বিদেশে এসে
প্রিয়ার দেশে,
"তোমার কাছে কথা দিয়েও
কখনো আর, কোনোদিন-ও
হ'লনা গো ফিরে আসা।"

সেদিন হ'তে
প্রেম-পূজার মালা—
রইল পড়ে
পেলনা সে
পূজার-ই উপচারে পুন : ভালবাসা

চির কল্পনা

'স্বপ্ন !' সে তো আজ চির কল্পনা—
বেদনাকে ভাবি ম'নে
রাখবোনা আর রাখবো না।'

"আশা আজ ভাষা হয়ে
জীবন কাগজ পাতায়
আধুনিক কবিতাই—
রচনা করে যাবে, হয়ত—
সে কবিতা কোনোদিন-ও
প্রকাশ হবেনা, হবেনা॥

'সুপ্ত যন্ত্রণা সরস প্রাণে
কোনোদিনও সাহারার মতো
রইবেনা—সেতো রইবেনা।

"খাঁচার বন্দী পাখী—
সে কী কখনও
এতটুকু ভালবাসা পাবেনা ?'
'আনন্দ সে কী চাইবেনা ?'
মনের খাঁচায় আজ ;
রাগ-অনুরাগে,
তাকে ছাড়বেনা—ছাড়বে না ?

স্নেহ-মমতার মাঝে

নব দিগন্তে—
অরুণ উঠেছে,
কুসুমের গন্ধে
সমীর আনন্দে—
আমাকে আপন করেছে।

স্নেহ—মমতার মাঝে ;
অনুরাগ বলে আজ
ভালবাসা নেইকো দূরে
তোমারে যে ঘিরে আছে।

একাকী ভেবোনা—
চুপ করে থেকোনা—
কাছে এসে তাই ;
দূরে সরে যেও না
মনের গভীরে
দীপ জ্বেলে তুমি, চিরতরে
আঁধার কে দাও গো মুছে॥

'তুমি কেমন আছ ?'

আজ কী দিয়ে
তোমাকে আশীর্বাদ জানাই।
সেদিন পত্রে
তুমি কেমন আছ ?
এই ভাষাটুকু লিখতে ভুলে যাই ॥

মনে কিছু রেখোনা
ছোট্ট ভুলটুকুতে
রাগ কোরোনা
করে দিও মার্জনা
আমি যে তোমায়
শুধু-ই মনে প্রাণে চাই।

যেখানেই থাকো—
জীবনে প্রথম তোমায়
ভালবাসি ;
ভালবাসবো চিরতরে—
যত-ই থাকো দূরে
রাতের আঁধারে—
মনে পড়ে শুধু

'তুমি কেমন আছ !'
আজ কোথায় তোমায় খুঁজে পাই ॥

ভাবো

মনের জানালা খুলে আজ
তুমি পৃথিবীকে দেখে ভাবো—
তারই বুকের পরের মানুষ কিনা ?

জীবনের জোয়ার সাগরেতে বয়না
ভোরের শিশির রৌদ্রে রয়না
তোমার জীবনে ভালবাসা কেন হয়না ?

পৃথিবীর কাছে—ভালবাসা আছে
ভালবাসা পেতে ; ভালবাসা দিতে হয়
বিনিময় শুধু ভালবাসার-ই বাসনা ॥

তুমি যে আমার

তুমি যে আমার—এ কবিতার ছন্দ
তোমাকে কাছে পেয়ে পাই জীবনানন্দ।

কিসের স্বপ্ন আমাদের ঘিরে
জানিনা অজানা পৃথিবী গ'ড়ে
ছ'জনে দাঁড়িয়ে জীবনের প্রান্তরে,
মেঘ পূর্ণ আঁধারে ; এসো হাত ধ'রে।

সুধাই কভু অবুঝ অন্তরে
আমরা যে আজ প্রেমান্ধ।

সাথী

সেদিন চিনতে পারিনি তোমারে
সিঁথির সিঁদুর দেখে আজ
চিনিবার প্রশ্ন জাগে অন্তরে ॥

সাথী ছিলে তুমি যে আমার
সেদিন খেলার ছলে মনের গভীরে
ফুটে ছিলে ছবি হয়ে অজন্তায়

কত স্নেহ-ভালবাসা ছিল তোমার—
সেগুলি আজ যে মনে পড়ে !

সে দিন মিলেছি শুধু দুজনে
মেতে ছিলাম নব-নব খেলায়।
গিয়েছি মোরা জানা অজানার-ই পথে
পেয়েছি হৃদয় খুঁজে শত শত মেলায়।
পড়েছি গলে কত ভালবাসার মালা
বাল্যজীবনে প্রথম প্রেমের উদয় ;
'আনন্দ সেদিনই মেতেছিল কোমল
কোমল হৃদয় গভীরে ॥'

শৈশবে

ভালবাসার খেলনা বাটি
দুটি জনের পরিচয় ওটি
হারিয়ে তারে অন্ধকারে
নিজের মনে আঁচড় কাটি ॥
মনের বেদনা ভালবাসায়

কেমন করে আগুন জ্বালায়
এক সাথে যারা দেখেছিল
তাদের চোখে সে মাটি ॥

ফুটে ছিল দুটি ফুল—
মালী এসে তুলে নিল একটা
শুকিয়ে ঝরে গেল অপরটা
এমনি ভাবে ঝরে যায় ফুল
শত-শত,…কোটি-কোটি…

আঘাত

চাদিনী রাতে—চাঁদের সাথে
মন কেন খেলতে চায়না—

দূরের বাতিটা আলোর জলসায়
আনন্দ পায়না মন ফিরে ;
কাছের ভালবাসায় যেন সরস হয়না ॥
স্বপ্নে-ই সুর হয়ে
স্বপ্নে-ই গেল রয়ে
কথাগুলো তার ফাঁকে
কওয়া তো হলনা !
'কখনও কখনও চেয়ে দেখি
কভু মনের আকাশে
তারা-রা ফুটেছে নাকি
তাদের সাথে মোর—
পরিচয় ছিল ঘোর
আজ তারা ফিরে কেন তাকাল না ?'

স্মৃতিতে

জীবনের কিছু ইতিহাস
রহিবে গো চির-স্মরণে

শ্রাবণের ঐ দিন
দাঁড়ায়ে আছে আজ মনের উঠানে।

পথে তাকে হারালাম
আবেগ ভরে তাকালাম

ঘরে ফিরে আমি একলা—
গাঁথলাম ভাষার মালা

দুজনের পরিচয় বাতাস-ই জানে।

আমার কল্পনা; পৃথিবী জানে না,
অনুরাগ কাকে বলে;
জেনেছি ভালবাসা হলে
সেই সব আজ অনুভব করছি,
কেবল একলা চির উদাসীন মনে॥

শেষ দেখা

এ দেখাই শেষ-দেখা
হ'ল নাকো সে জীবন ;
হ'ল নাকো সে বাঁধা—
ছুটি জীবন সীমা-রেখা ॥
তোতার সাথী ছিল টিয়া—
ছুজনার বন্ধু ছু'জন
টিয়ার সুরে গেয়েছিল তোতা গান
তোতার গানে সে মুগ্ধ হয়েছিল
হঠাৎ যে কখন সে ভালবাসায়
লাগলো যে পরশ হয়ে অগ্নি-শিখা।

৭। বিদায়

'তোমাকে শেষ বিদায় জানাই
এক তোড়া ফুল দিয়ে,
দিনের আলো নিভে গেল
গল্প তার—ও বলার ছিল
বাকী টুকু বধূ কাকে শোনাই ?
আকাশে চাঁদ উঠেছিল
সূর্য তাকে আলো দি'ল
বিশাল আকাশে চাঁদ একা
রইবে সে সারা জীবন
মানব—সংসারে এক-ই সুরে সবাই ॥
সে রাতে পাশে—বসে
কত কথা হয়ে ছিল,
বেহালা অন্তরে বাজে—
সুর—আজ বেদনার কাছে।
স্মরণেতে রেখো তুমি
কখনও সেই মিষ্টি হেসো
ঝরছে হৃদয় শিশির—
সুখ আছে , তবু কেন
আজ-ও সে ভালবাসা নাই ? ”